৩১-১-২০১৪

কংগ্রেসের বিহবল অবস্থা

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে কংগ্রেসের বিহবল অবস্থা ততই প্রকট হচ্ছে। উৎসাহ নিয়ে ভোটের লড়াই এ কংগ্রেস যাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে সেদিক লক্ষ্য রাখার পরিবর্তে প্রত্যেকেই নিজেদের অবস্থান ঠিক করায় মন দিয়েছে।

আমেঠি কংগ্রেসের দূর্গ। এটা রাহুল গান্ধীর কেন্দ্র। চার দশক ধরে এই পরিবার একে লালন করছে। কিন্তু রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে আমেঠির রাজা সঞ্জয় সিং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন এই খবর কংগ্রেসের ডি-ফ্যাক্টো প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থীর ভুরুতে ভাঁজ ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। সেক্ষেত্রে আমেঠির আসনটা নিশ্চিত করতে আমেঠির রাজাকে অসম থেকে রাজ্যসভায় পাঠানো হতে পারে। এসপি ও বিএসপির সঙ্গে এরকমও চুক্তি হচ্ছে বর্তমান সাংসদদের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু প্রার্থী যাতে না দেওয়া হয়। এতে যে শুধু কংগ্রেস নেতার বিহবলতা প্রকাশ্যে আসছে তাই নয়, একইসঙ্গে অসমে দলের ভবিষ্যতও ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। জম্মু কাশ্মীর ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলি এব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর এবং তারা সবসময়েই চায় তাদের নিজেদের প্রতিনিধিই নির্বাচিত হোক সংসদে।

হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, ও ছত্তিশগড়ে, যারা নির্বাচনী প্রচারের দায়িত্বে তাঁরাও উচ্চ কক্ষেরই মনোনয়ন চান।

জোট সঙ্গীদের অবস্থাও একইরকম। তৃণমূল কংগ্রেস,ডিএমকে, ও টিআরএস ইতিমধ্যেই ইউপিএর সঙ্গ ছেড়েছে। এখন যারা জোটে রয়েছে তাদের মধ্যে প্রধান এনসিপি ও ন্যাশানাল কনফারেন্স। এনসিপি প্রতিদিনই সংঘাতের ইঙ্গিত দিচ্ছে। ২০০২ এর গুজরাট দাঙ্গা নিয়ে তাদের নেতাদের বক্তব্য কংগ্রেসের পার্টি লাইনের বিরোধী। ন্যাশানাল কনফারেন্সও এটা বুঝতে পারছে যে দেশের শাসক দলের সঙ্গে জোটে সামিল হওয়ার বিরূপ প্রভাব আছে কাশ্মীর উপত্যকায়। কাজেই তারাও বিচ্ছেদের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

সামপ্রতিক ইতিহাসে কংগ্রেসের কোনও রাজ্য নেতৃত্ব কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বিরোধিতা করার সাহস দেখায়নি। কিন্তু তেলেঙ্গানা ইস্যুতে অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে কংগ্রেস কর্মীদের একটা বড় অংশ পার্টির সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে। অন্ধ্র থেকে রাজ্যসভায় ক্রসভোটিং এরও সমভাবনা। ২০০৪ ও ২০০৯ অন্ধ্র থেকে সর্বোচ্চ আসন পেয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু এবার তার অন্যথা হতে পারে।

সবশেষে আমার বন্ধু, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী চিদমবরমকে নর্থ ব্লক থেকে অবসরের পরের জীবন নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে দেখা যাচ্ছে। তিনি খুব প্রতিভাবান আইনজীবী। সংসদের লোকসান সুপ্রিমকোর্টের লাভ। যে ধরণের মন্তব্য তিনি করছেন এবং বিরোধীদের শিক্ষা নিয়ে যেধরণের প্রশ্ন তিনি তুলেছেন

তাতে আমার মনে হয় ফের কলাম লেখার অনুশীলন শুরু করেছেন তিনি। এবং আমি এই ব্যাপারে নিশ্চিত যে তাঁর লেখা কলাম খুবই সুখপাঠ্য হবে।